বছরের

শারদীয়া

শ্রেষ্ঠ ছবি

শ্রীগুরু

১৯১৩ সাল। তৃতীয়বার বিলেত থেকে ফিরেছেন রবীন্দ্রনাথ। মনে তখনও জ্বলজ্বল করছে দুটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। একটি সেখানকার নারীমুক্তি আন্দোলন। আর একটি ইবসেনের নাটক। স্বদেশে ফেরার সংগে সংগেই প্রমথ চৌধুরী তাঁকে আহ্বান জানালেন সবুজপত্রের জন্য কলম ধরতে। সবুজপত্রে রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় গল্প স্ত্রীর পত্র।

প্রকাশের সংগে সংগেই সারা দেশে তুমুল আলোড়ন। মৃণালের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ধিক্কার হেনেছিলেন সেকালের পুরুষ শাসিত সনাতন সমাজের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ধিক্কার হানতে উদ্যোগী হয়েছিলেন সেকালের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পাল, ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা এই গল্পকে ব্যংগ করে গল্পও রচনা করেছিলেন একাধিক।

আরো একটু ইতিহাস আছে এই গল্পের পিছনে। স্নেহলতা নামে একটি কিশোরী বালিকা নিজের কন্যাদায়-গ্রস্ত বাবাকে মুক্তি দেবার জন্যে কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। সেকালের কলকাতায় এই সামান্য ঘটনার প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল তীব্ররূপে। একাধিক ছড়া কবিতা গান রচনা হয়েছিল স্নেহলতাকে নিয়ে। এই মর্মান্তিক শোক সংবাদের পর থেকেই কলকাতা শহরের মেয়েরা দৈনিক সংবাদপত্র পাঠের দিকে মনোযোগী হন। সেই স্নেহলতা এই গল্পের বিন্দু।

কাহিনী
রবীন্দ্রনাথ
চলচ্চিত্র
পূর্ণেন্দু পত্রী
সংগীত পরিচালনা
রামকুমার চট্টোপাধ্যায়
চিত্রগ্রহণ
শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদনা
অরবিন্দ ভট্টাচার্য
প্রযোজনা
ধ্রুপদী
পরিবেশনা
ছায়াবাণী প্রাঃ লিমিটেড

তোমার শ্বশুর বাড়ির
নিয়ম-কানুন তো অদ্ভুত।
বড়বৌ-এর ভাই এলে
ঢোকা বারণ। আর
মেজ বৌ-এর ভাই এলে
খাতির যত্ন?

বাংলাদেশকে কেটে দুভাগ করেছে কার্জন। তার বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে গর্জে উঠেছে স্বদেশী আন্দোলন। এই সময়ের পটভূমিকায় কলকাতা শহরের একটি বর্ধিষ্ণু পরিবারের অন্দরমহলের কাহিনী নিয়ে এই ছবি।

চন্দ্রনাথ বাড়ির বড়কর্তা। ইংরেজ-ঘেঁষা মানুষ। তাঁর হুকুমে তাঁর শ্বশুর কুলের লোকজনের এ বাড়িতে প্রবেশ নিষেধ। এই বাড়িতেই একদিন এসে হাজির হোল বিন্দু, বড়-বৌয়ের খুড়তুতো বোন। মা বাবা হারানো মেয়ে। পালিয়ে এসেছে ভায়েদের অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে। বড়-বৌ প্রথমে তাকে কাছে টেনে নিলে সন্দেহে। কিন্তু বড়কর্তার শাসনে বড়-বৌয়ের ভালবাসা শুকিয়ে গেল নিমেষে। এরপর সামান্য অপরাধে বিন্দুর প্রতি কঠোর হয়ে ওঠে তাঁর আচরণ। বড়-বৌয়ের নির্দেশেই এর পর বিন্দু দাসীগিরি করতে থাকে ঐ বাড়িতে।

বাড়ির মেজ-বৌ মৃণাল। শুধু রূপবতী, বুদ্ধিমতিই নয়, সে হৃদয়বতীও। মৃণালের হৃদয় আহত হয়, বিন্দুর প্রতি সংসারে এই নির্দয় আচরণে। সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃণাল বিন্দুকে টেনে নেয় নিজের কাছে। তারপর থেকে সংসারের সংগে প্রতি পদে বাধতে থাকে সংঘর্ষ। সেই বিরোধ চরমে উঠল একটা গয়না চুরি যাওয়া নিয়ে। অকারণ সন্দেহে বিন্দু সেদিন মার খেল বড়-বৌয়ের হাতে। সেদিন ছিল সপরিবারে থিয়েটার দেখতে যাওয়ার দিন।

বাপ-ঠাকুর্দা মনের সুখে
পায়রা বুলবুলি উড়িয়ে
গেছে, সে কলকাতা
আর নেই। বুঝেছো?
কলকাতা এখন আগুন
নিয়ে খেলা করছে।

তোমার মেজদির একটা
গয়না চুরি গেছে। বাজুবন্ধ।
জানো? সাঁতা কথা
বলবে। কেউ তোমাকে
কিছু বলবে না।

ইতিমধ্যে ঘটকের সাহায্যে বিন্দুর বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে ফেললেন চন্দ্রনাথ। খবরটা শুনে প্রথমে খুশীই হয়েছিলো মৃণাল। কিন্তু যখন শুনল বিন্দুর বিয়ে এ বাড়িতে হবে না, হবে বরের বাড়িতে বিনা আড়ম্বরে, মৃণাল ভেঙে পড়ল বেদনায় ও বিক্ষোভে। বিন্দুর বিয়ে হয়ে গেল।

কিছুদিন পরে গোয়ালঘরে গরুদের খাবারের ব্যবস্থা করতে গিয়ে মৃণালের চোখে ফেটে পড়ল বিস্ময়। একি! খড়ের গাদার আড়ালে শুয়ে আছে কে? এ যে বিন্দু!

হ্যাঁ বিন্দু। অনেক প্রশ্নের পর মৃণাল জানতে পারল বিন্দুর স্বামী পাগল। তাই সে পালিয়ে এসেছে প্রাণভয়ে। ভাগ্যবিড়ম্বিতা বিন্দুকে মৃণাল আবার টেনে নিলে নিজের আলিঙ্গনে।

দুদিন যেতে না যেতেই বিন্দুর শ্বশুর বাড়ির লোকজনেরা এল তাকে নিয়ে যেতে। বড়কর্তা হুকুম দিলেন মৃণালকে, বিন্দুকে ওদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে। মৃণাল রাজী হল না। কিন্তু মৃণালকে অপমানের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে বিন্দুই গোপনে চলে গেল শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের সঙ্গে।

ভীষণ নিঃসঙ্গতার মধ্যে দিন কাটে মৃণালের। এইসময় একদিন বৃদ্ধা পিসীমা পুরীতে তীর্থ করতে যাওয়ার আগে দেখা করতে এলেন সকলের সংগে। মৃণাল তাঁকে জানাল যে, সেও

অভিনয়ে
মাধবী মুখোপাধ্যায়
স্মিতা সিংহ
রাজেশ্বরী রায়চৌধুরী
অসীম চক্রবর্তী
রূপক মজুমদার
রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত
নিমু ভৌমিক
শ্যামল ঘোষ
সন্তোষ দত্ত
বেলারাণী
প্রণব চট্টোপাধ্যায়
বিমল দেব

পুরীতে চলে যেতে চায়। আর ঠিক সেইদিনই এল চরম দুঃসংবাদ।। বিন্দু আবার কোথায় পালিয়ে গেছে। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

খবর শুনে আর্তনাদ করে উঠল মৃণাল। বিন্দুকে খুঁজে বার করার জন্যে গোপনে চিঠি লিখল নিজের ভাই শরৎকে। সে চিঠি পড়ল স্বামী ইন্দ্রনাথের হাতে। চিঠিখানা ছিঁড়তে ছিঁড়তে ইন্দ্রনাথ মৃণালকে জানাল যে শরতের জন্যে এ বাড়ির দরজা বন্ধ। কারণ সে যোগ দিয়েছে সন্ত্রাসবাদী দলে। এরপর প্রচণ্ড বিক্ষোভে মৃণাল নিজেই বেরিয়ে পড়ল ঘর ছেড়ে। শরতের মেসে গিয়ে তাকে জানাল যে, পরশু রাত্রের ট্রেনে পিসীমার সংগে তার পুরী যাওয়া স্থির। যেমন করে হোক বিন্দুকে খুঁজে বার করে পৌঁছে দিতে হবে পুরীতে। শরৎ রাজী হল।

পুরীর সমুদ্রতীরে। শরত মৃণালের সামনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু একা। সংগে বিন্দু নেই। সমুদ্রের অশান্ত গর্জনের সামনে বসে শরৎ মৃণালকে শোনাল বিন্দুর মৃত্যু সংবাদের পূর্ণ বিবরণ।

তারই কিছুদিন পরে পুরী থেকে ইন্দ্রনাথের নামে একটা চিঠি এল। মৃণালের চিঠি। স্ত্রীর পত্র।

ঐ চিঠিতে বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী নারী মৃণাল, তার বিদ্রোহ ঘোষণা করলো এই বলে—আমি আর তোমাদের সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরবো না।

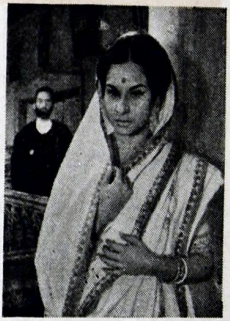

শৈলেশ মুখোপাধ্যায়
ধীরেন রায়
ঊর্মি দাস
রমেন চট্টোপাধ্যায়
সীতা মুখোপাধ্যায়
রুবি মিত্র
শংকর পাল
হারাধন সাহা
অমল চক্রবর্তী
দেবু ঘোষ
সুভাষ সিংহরায়
নীহার তালুকদার

ওরা আমাকে কী বলতো জান? এ্যাই বলাই। তোর বিয়ে হবে নি। আমি নাকি পাগলা। আমি বলতুম— এইটি। রানী রাসমণি ছাড়া কাউকে বে-ই করবো নি।

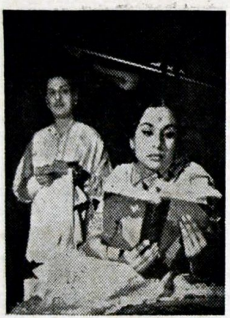

সহযোগিতা
পরিচালনায়
প্রদীপ নিয়োগী
তপন দাস
রূপসজ্জায়
গোষ্ঠ কুমার
সঙ্গীতে
হিমাংশু বিশ্বাস
চিত্রগ্রহণে
পান্তু নাগ
সম্পাদনায়
অনিল দাস
স্থির চিত্র
শিবরাম দত্ত

গান ।১। রবীন্দ্রসংগীত
বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর পন বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।
রচয়িতা ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
নেপথ্য কণ্ঠ ॥ গ্রামীণ গীতি সংস্থা

গান ।২। ঠুংরী
পিয়াকি সন্দেশা কহিও যাও যাও রে
যাও যাও রে ভঁওরা যাও যাও রে।
বেলী চামেলী খিলি গুলাব্
নিদিয়া না আয়ে উন্‌হে সমঝাওরে।
নয়না ল্যাগাকে গ্যয়ে পারদেশীয়া
আবীর গুলাল ভার কাহে লাওরে।
রচয়িতা ॥ অজ্ঞাতনামা
নেপথ্য কণ্ঠ ॥ রামকুমার চট্টোপাধ্যায়

তোমরা চেয়েছিলে বিন্দুর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে। কিন্তু তোমাদের পা এত লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়ো।

গান ।৩। বাউল
মন পাখি বিবাগী হয়ে ঘুরে মোরো না।
ভবে আসা যাওয়া কী যন্ত্রণা
সে কি জান না।
আছে দশ ইন্দ্রিয় রিপু ছয়জনা
হুঁসিয়ার থেকো তাদের কথায় ভুলো না।
তারা কুহক দিয়ে হৃদয়ে বসে
ভোলা মন, মনরে আমার
তারা কুহক দিয়ে হৃদয় বসে
লুটিবে ষোলআনা।
রচয়িতা ॥ অজ্ঞাতনামা
নেপথ্য কণ্ঠ ॥ দিনেন্দ্র চৌধুরী

গান ।৪। মীরার ভজন
মায় প্রীতম কী গুণ গাতি।
রাজা রুঠে ন্যগরি রাখে
নিশিদিন্ রহ মেরে সাথি।
ছোড় চালি অব মহল অটারি
মাতা পিতা ভ্রাতা কোঈ না হমারি
রাজাজী ভেজা জহর কী প্যালা
মত্ত কা সঙ্গ সঙ্গাতি।
মীরা দাসী তৃণ সম মানত
চরণ কমল রস মাতি॥
রচয়িতা ॥ মীরাবাঈ
নেপথ্য কণ্ঠ ॥ প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

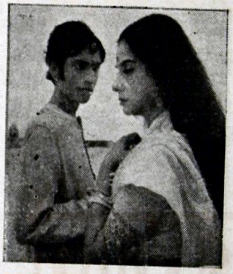

ব্যবস্থাপনায়
কার্তিক মণ্ডল
সংলাপ ও
সংগীত গ্রহণ
টেকনিশিয়ানস্ স্টুডিও
পরিস্ফুটন
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ
চিত্র পরিস্ফুটনে
আর. বি. মেহেতা
অবনী রায়
তারাপদ চৌধুরী
শব্দধারণে
বলরাম বারুই
আলোক সম্পাতে
নবকিশোর বেহুয়া

স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীতে
মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদদের স্মরণে
অপরাজেয় কথাশিল্পী
শরৎচন্দ্রের
পথের দাবী অবলম্বনে
উষা ফিল্মসের
সশ্রদ্ধ নিবেদন

রঙ্গালয়ের শতবর্ষ
পূর্তি উপলক্ষে সেকালের
বাংলা রঙ্গমঞ্চের
প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী
বিনোদিনী দাসীর
জীবনী অবলম্বনে
চারুচিত্রের নিবেদন

সব্যসাচী

নাম ভূমিকায়
উত্তমকুমার

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
পীযূষ বসু

সঙ্গীত পরিচালনা
উত্তমকুমার

নটী বিনোদিনী

নাম ভূমিকায়
একালের প্রতিভাময়ী
অভিনেত্রী
সুচিত্রা সেন

পরিবেশনা / ছায়াবাণী